

হাসান মাহমুদের নাটক

লুৎফর রহমান রিটন

কয়েক বছর আগে, টরন্টোয় একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসা প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার সুবাদে লেখক মোল্লা বাহাউদ্দিনের বাড়িতে তাঁর বইয়ের র্যাকে ফতে মোল্লা নামের একজন অচেনা লেখকের একটি বই চোখে পড়েছিলো। বইয়ের নাম আল-ভোদরের দেশে। বইটি উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে দ্রুত-পঠন স্টাইলে এবং স্ক্যানিং পদ্ধতিতে কিছুটা পড়েই আমার কেনো জানি না সন্দেহ হচ্ছিলো ফতে মোল্লা সম্ভবত কারো ছদ্মনাম। আমার সন্দেহের কথা জানাতেই মোল্লা বাহাউদ্দিন বললেন, আপনার অনুমান সঠিক। ভদ্রলোকের নাম হাসান মাহমুদ। তবে তিনি ফতে মোল্লা নামেই পরিচিত এবং এই নামেই লেখেন। সিদ্ধান্ত হলো এক মোল্লা আরেক মোল্লার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন।

মোল্লা নামটি বরাবরই আমার অপছন্দের নামের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করে। (ক্ষমা করবেন মোল্লাগণ!) এই অভিমতটি আমি মিঃ বাহাউদ্দিনকেও জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর যুক্তি— প্রথম বই প্রকাশ কালে ভূমিকা লিখতে গিয়ে পশ্চিম আহমদ ছফা তাঁর এম বাহাউদ্দিন নামটিকে মোল্লা বাহাউদ্দিন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবং সেই পরামর্শ থেকেই একজন এম বাহাউদ্দিন মোল্লায় রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু হাসান মাহমুদ কেনো ফতে মোল্লা হবেন? ফতে মোল্লা হয়ে তিনি কেবলো ফতে করবেন ভেবেছেন? আমার মতো বহু পাঠক আছেন যারা লেখকের এই নামটির কারণেই হয়তো বা বইটি পড়ার ইচ্ছেকে প্রতিহত করবেন অথবা নাকচ করে দেবেন।

অতঃপর এক মোল্লা আরেক মোল্লার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গেলেন। এবং আমিও ভুলে গেলাম ফতে মোল্লাকে। কয়েক মাস পর আমি মন্ট্রিয়ল গেছি। হোটেল থেকে আমাকে ছাড়িয়ে অনেকটা জোর করেই নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলো আমার অত্যন্ত প্রীতিভাজন কবি ও অংকনশিল্পী রাকীব হাসান। ওর ওখানে নিশি যাপন। দীর্ঘ দিনের অভ্যেস—রাতে ঘুমোনের আগে একটা কিছু পড়তেই হবে। তো সেই রাতে রাকীবের র্যাক থেকে নেমে এলো দুটো বই—সালমা বানীর ভাঞ্জারি এবং ফতে মোল্লার আল-ভোদরের দেশে। ভাঞ্জারি পড়ে লেখকের গদ্যশৈলী, অকৃত্রিম ঢাকাইয়া সংলাপ এবং পুরোন ঢাকার চলচিত্র অবলোকন করে মুগ্ধ হলাম। (পুরোন ঢাকায় আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা।) এরপর পড়লাম ফতে মোল্লাকে। এবার আমার বিস্মিত হবার পালা। মোল্লার আড়ালে এ যে রসগোল্লা! আমার একটি অপছন্দের বিষয়কে ফতে মোল্লা যুক্তি দিয়ে, তত্ত্ব এবং তথ্য দিয়ে, তীর্যক এবং কৌতুকের মিশেলগদ্যে উপস্থাপন করেছেন অপূর্ব দক্ষতায়। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে রাকীবকে জানিয়েছিলাম সালমা এবং মোল্লা পাঠের অনুভূতি, আমার

ভালোলাগার কথাটি। রাকীব সূত্রে খবরটি পেয়ে এক রাতে মোল্লা আমাকে ফোন করলেন। আমি পুনরায় আমার অনুভূতির প্রকাশ ঘটলাম। এরপর প্রায়ই কথা হতে থাকলো, মধ্যরাতে। জানতাম, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। কিন্তু এই মোল্লার দৌড়টি দেখলাম মসজিদ ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাকে অবাক করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা চমৎকার কঠে আবৃত্তি করে শোনান তিনি। একরাতে সন্দেহ হলো—আমাকে বোকা বানাচ্ছেন না তো মোল্লা? মোল্লারা তো মানুষকে চিরকাল বোকাই বানিয়ে এসেছে। সন্দেহ হলো—রবীন্দ্রনাথের বই সামনে রেখে মোল্লা পড়েন আর আমাকে মুখস্থ শোনাচ্ছেন বলে বাহাদুরি দেখান। একরাতে অটোয়া-টরন্টো কথোপকথনকালে আমিও শুরু করলাম চালাকি—ভাইজান গান্ধারির আবেদনটা একটু শোনান তো? গান্ধারির আবেদন শেষ হবার সুযোগ না দিয়ে মাঝপথে থামিয়ে বললাম—না ভাইজান, দেবতার গ্রাস শুনবো। ওদিকে শুরু হয়ে গেছে দেবতার গ্রাস। দেবতার গ্রাসের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিলাম বিসর্জনকে। প্রকৃত পক্ষে আমি দেখছিলাম একটি কবিতা থেকে আরেকটি কবিতায় যেতে মোল্লার কতোক্ষণ সময় লাগে। সেটা বইয়ের পাতা উল্টে সূচিপত্র ধরে নির্দিষ্ট কবিতাটা খুঁজে পাবার সময়ের সমান কি না, সেটাই ছিলো আমার দেখার বা বোঝার বিষয়। আমার জারিজুরিতে কাজ হলো। মোল্লা পাশ করলেন স্টার মার্ক পেয়ে, একেবারে জিপিও ফাইভ!

কোরআনের আয়াত এবং তার শানেজুল ব্যাখ্যায় মোল্লার যে স্পীড, সেই একই স্পীডে মোল্লা আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথকেও!

তিনি আমাকে তার ওয়েবসাইট জামাতে পিছলামি দেখতে বললেন। ওখানে গাঁদাগাঁদি করে জমা রেখেছেন তিনি তার যুক্তিগুলো। দালিলিক তথ্য উপাত্তসহ।

একদিন তাঁকে ঠেসে ধরলাম—ভাই আপনার নামটি ফতে মোল্লা কেনো? নামটা পাল্টান।

—এই নামে অসুবিধে কি? নামটা তো পাল্টানোর উপায় নেই!

এই নামের কারণে লোকে তাকে কখনো কখনো সন্দেহ আর অবিশ্বাস করার অজুহাত খুঁজবে, তাঁর লেখাটি যৌক্তিক আর চমৎকার হলেও, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে হলেও, প্রগতিশীলদের কাছে কল্কে পাবে না—ইত্যাদি নানান রকম কথা বলেও টলানো গেলো না মোল্লাকে। তিনি তাঁর মোল্লাত্ব বিসর্জন দেবেন না কিছুতেই। বললেন

—আমাকে পৃথিবীর বহু দেশে কনফারেন্সে ডাকা হয়, আমার লেখা বহু জায়গায় বহু সাইটে প্রকাশিত হয়, সবখানেই আমি পরিচিত ফতে মোল্লা নামে। সুতরাং এই নাম পরিবর্তন করা যাবে না। মোল্লা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল অনড়।

ধর্মাত্ম মৌলবাদী জামাতিদের বিরুদ্ধে ভিন্ন একটি সেক্টরে যুদ্ধরত অকুতোভয় সৈনিক একান্তরের মুক্তিযোদ্ধা ফতে মোল্লাকে ওয়েবসাইট থেকে বের করে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় করানোর মানসে আমি বাংলাদেশের জননন্দিত পাঠকপ্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০ এ তাঁকে নিয়ে একটি ছোট্ট রচনা লিখি এবং সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয় তাঁর একটি নাতিদীর্ঘ সাক্ষাৎকারও। কিন্তু নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মোল্লা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল অনড় থাকেন। আমিও আমার মত পাল্টাই না।

এরপর মেঘে মেঘে বেলা যায়। বেলা যায় স্নো আর সামারের বিরহ-লীলায়।

অনেক জল গড়ায় অন্টারিওলে ক ব্রস্মপুত্র আর শীতলক্ষায়। কানাডার প্রকৃতি রঙ পাল্টায়, পাল্টায় মোল্লার নামটিও! ফতে মোল্লা পরিণত হন (অথবা ফিরে আসেন) হাসান মাহমুদে। পৃথিবীর অন্তত একজন মোল্লাকে প্রতিহত করার আনন্দে আমি তাতাইথেই!

২.

অতীতে ফতে মোল্লার নাটক “নিঃশব্দ গণহত্যা” টরন্টোয় মঞ্চস্থ হয়েছে এবং পুরস্কৃতও হয়েছে। এবার টরন্টোয় মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে হাসান মাহমুদের নাটক “বিবিধ বিধান”। ধর্মের নামে, ইসলামের জিকির তুলে পৃথিবীর দেশে দেশে, এবং বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে গরিব অসহায় নারীদের প্রতি ফতোয়াবাজ মোল্লাদের সহিংসতার বিরুদ্ধে হাসান মাহমুদের নাটক একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রতিরোধের এক অনন্য প্রামাণ্য দলিল। বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের ইতিহাসে হাসান মাহমুদ একা কিংবা প্রথম নন, আরো অনেকেই ফতোয়াবাজ এবং ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হিংস্র-ভয়াল চেহারাটি দর্শকদের সামনে উন্মোচিত করেছেন ইতোপূর্বে, তাঁদের অপরূপ শৈল্পিক দক্ষতায়। এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ আল মামুন, মমতাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, মামুনের রশীদ, সেলিম আল-দীন, এস এম সোলায়মান, মাল্লান হীরাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে টরন্টোর হাসান মাহমুদের নামটিও, ঈর্ষণীয় গৌরবের দীপ্তিতে। অন্যদের সঙ্গে এক্ষেত্রে হাসানের বৈশিষ্ট্যকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় একটি জায়গায়, আর সেটি হচ্ছে নাটকের মঞ্চে ধর্মগ্রন্থ এবং দলিল-দস্তাবেজ হাতে চরিত্রের আনাগোনা। তবে খেয়াল রাখতে হবে (আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন নাট্যকার) এটা করতে গিয়ে নাটকটি যেনো সেমিনার কিংবা টকশো হয়ে না ওঠে।

টরন্টোর সীমানা পেরিয়ে আমি চাই হাসান মাহমুদের নাটক আমাদের ঢাকার বেইলি রোডের নাটক সুরাণির মূল মঞ্চে মঞ্চস্থ হোক। নাটককে যারা সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেন, তাঁদের হাত ধরে হাসানের নাটক ছড়িয়ে পড়ুক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। হাসানের নাটক মঞ্চস্থ হোক বাংলাদেশের শহরে আর গ্রামেগঞ্জে। উন্মোচিত হোক ফতোয়াবাজ মোল্লাদের প্রকৃত চেহারা। ওদের কবল থেকে মুক্তি পাক আমাদের অসহায় হতদরিদ্র অশিক্ষিত কন্যা-জায়া-জননীরা।

অটোয়া, কানাডা

৩১ আগস্ট ২০০৭

riton100@gmail.com